ভি । সে । ন । জা

ইমিগ্রেশন উৎকণ্ঠা

নিজের দেশ, প্রিয়জন ছেড়ে মানুষ পাড়ি দেয় অন্য দেশে। অন্যের দেশে। শুধুমাত্র বাঁচার আশায়। কিন্তু সেখানেও অনিশ্চয়তা আর হতাশা পদে পদে। সেখানেও অপেক্ষা করে প্রতারক

লিখেছেন **মানিক চৌধুরী**

ইটালিতে বর্তমানে বৈধ ও অবৈধ-ভাবে প্রায় ৫০ হাজারের ওপর বাংলাদেশী রয়েছে। ইটালিতে বাংলা-দেশীদের একটা সুনাম আছে, কিন্তু কিছু লোক ও অবৈধ কর্মকান্ডের কারণে সেটা নষ্ট হতে চলেছে। তারপরও আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ডলার উপা-র্জনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। গত কয়েক বছরে ইটালিয়ান সরকার ৪ দফায় বিদেশীদেরকে বৈধ করে নেয়। তার মধ্যে গত ১৬ তারিখে স্পন্সর-এর মাধ্যমে দেশ থেকে বিদেশীরা তাদের আত্মীয়-স্বজন আনতে পারবে বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে স্পন্সর-এর বিভিন্ন শর্তগুলো হলো– যেসব বিদেশী ইটালিতে বৈধভাবে আছে তাদের বৈধতার কাগজের মেয়াদ কমপক্ষে ১ বছর থাকতে হবে, যেখানে কাজ করে সেখানে সব সময়ের জন্য কাজের কন্ট্রাক্ট থাকতে হবে, নিজের বাসা থাকতে হবে এবং ক'জন লোক থাকার অনুমতি আছে তার কাগজপত্র থাকতে হবে, ইটালিয়ান ব্যাংকে ইটালিয়ান টাকায় দশ মিলিয়ন পাঁচ শ' মিলা লিরা জমা রাখতে হবে (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় তিন লাখ)। বাৎসরিক ইনকামের প্রতিবেদন থাকতে হবে এবং আরো অনেক কাগজপত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকের কাজ, বাসা ও টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও স্পন্সর জমা দিতে পারছে না। কারণ অনেকের বৈধতার কাগজ-এর মেয়াদ হয়ত এক বছরের কম। বাসা আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক নেই। কাগজ ঠিক আছে তো বাসা ঠিক নেই। আবার বাসা আছে কাগজ-এর মেয়াদ নেই। অনেকের দুটোই আছে কিন্তু পরিবারে লোক সংখ্যা বেশি তাই শর্ত অনুযায়ী হচ্ছে না। তারপরও সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনকে আনা যায়। আবার অনেকে এই ফাঁকে অন্যকে প্রতারিত করে অর্থও লুটে নিচ্ছেন। তবে স্পন্সর ছাড়াও সিজনাল কাজ, কৃষিকাজ ও ইটালিয়ান মালিকের মাধ্যমেও বিভিন্ন দেশ থেকে লোক আনা হবে। বৈধভাবে ইটালিতে লোক আনার ব্যাপারে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন হচ্ছে। গত ১৭ মে রোমে স্থানীয় ইমিগ্র্যান্ট সংগঠনের ডাকে অবস্থান ধর্মঘট ও মিছিল করা হয়। মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কয়েকজন মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ২৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। রাতে ১ জনকে ও পরদিন ১৭ জনকে পুলিশ ছেড়ে দিলেও ৬ জনকে আটকে রাখা হয়। তাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। তুর্কি থেকে জাহাজে অবৈধভাবে ইটালিতে ঢোকার সময় ইটালির সমুদ্রতীর লেইচ্ছে শহরে অনেক বিদেশী ধরা পড়ে। এর মধ্যে প্রায় ৯০ জন বাংলাদেশী ছিল। ৪৫ জনকে গত সপ্তাহে বিশেষ বিমানে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকিদের পাঠানোর ব্যবস্থা করলেও ইটালিয়ান আইনজীবীর মাধ্যমে কেস করে দেশে না পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ইটালি বিএনপি'র সহ-সভাপতি ও ইটালি-বাংলার কর্ণধার শাহ্ মোহাম্মদ তাইফুর রহমান ছোটন। বাংলাদেশী ৪৪ জনসহ পাকিস্তানি ১৭ জনকে বর্তমানে দেশে পাঠানো থেকে রক্ষা করা হয়। এর পূর্বেও অনেক বাংলাদেশীকে নিশ্চিত দেশে পাঠানো থেকে রক্ষা করা হয় আইনজীবীর মাধ্যমে। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে মানুষ ছুটে আসে বিদেশে। মা-বাবা তার ছেলেকে, স্ত্রী তার প্রিয়তম স্বামীকে বিদেশ পাঠায় শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য। এই স্পন্সর-এর সুযোগে অনেকে বিপুল পয়সা হাতিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। স্পন্সর দিয়ে লোক আনবে বলে লাখ লাখ টাকা নিয়ে যাতে মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

টো । কি । ও

সমকামিতা দেশে দেশে

সমকামিতা বিশ্বে নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে অনেক দেশেই গড়ে উঠছে সমকামিদের সাম্যের সংসার, এমনকি বিয়ে পর্যন্ত

জাপানের ডিটেনশন হাউজ সেন্টারে পঁয়ত্রিশ বছরের এক ইরানি সমকামী যুবক আটক আছে। আইনজীবীর মাধ্যমে সে মানবিক কারণে জাপান অবস্থানের আবেদন করেছে। কারণ তার ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ। ইরানে সমকামিতার শাস্তি হচ্ছে 'মৃত্যুদন্ড'। আদালতে যুবকটির জবানবন্দি 'আমাকে দেশে পাঠালে তেহরান বিমানবন্দর থেকেই আমাকে সরাসরি কয়েদখানায় পাঠানো হবে'। সমকামিতা কোনো দেশেই নতুন বিষয় নয়। জাপানে সমকামীদের জন্য আছে বিশেষ ক্লাব, হোটেল, ম্যাগাজিন, সংগঠন, Man looking for woman, woman looking for man-এর পাশাপাশি গে, লেসবিয়ানরা সঙ্গীর জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। সমকামীদের প্রতি সরকারের কোনো বাধা নিষেধ নেই, তবে কোনো রকম প্রশ্রয়ও নেই। জাপানে ইউরোপ, আমেরিকার মত সমকামীদের বাড়াবাড়ি নেই। এখানে সমকামীরা নিজেদেরকে আড়াল করেই রাখে। গত বছর টোকিওতে ঘটা করে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সমকামী সম্মেলন। তবে এতে জাপানে বসবাসকারী বিদেশীদের প্রাধান্য ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে যতই উদারতা থাক জাপানি সমাজ কখনই সমাকামীদের প্রতি সদয় নয়। ইউরোপের মতো জাপানে সমকামীদের বিয়ের অনুমোদন কখনই মিলবে না। সমকামিতার কারণ হিসেবে শারীরিক হরমোন সংক্রান্ত কোনো জটিলতার কথা শারীর বিজ্ঞানীরা বললেও সাধারণভাবে এটা যৌনবিকৃতিরই একটি অংশ হিসেবে বিবেচ্য। নেদারল্যান্ডই বিশ্বের প্রথম দেশ যেখানে সমকামীদের বিয়ের অনুমতি সবচেয়ে সহজতর। ১ এপ্রিল আমস্টারডামে ৩ জোড়া গে ও এক জোড়া লেসবিয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেছে। ওরা জোড়ায় জোড়ায় বিয়ের রিং পরে কেক কেটে সম্পন্ন করেছে বিয়ের অনুষ্ঠান।

আমস্টারডামে সমকামীদের কেক কাটার দৃশ্য

কাজী ইনসানুল হক
টোকিও

ডে ন মা র্ক

ছবির দেশে কবিতার দেশে

ইউরোপের দর্শনীয় শহরগুলোর মধ্যে প্যারিস অন্যতম। জ্যঁ রেসিন, দা ভিঞ্চি, বিটোফেন, পিকাসো, এমন জগৎ বিখ্যাত অনেকের নাম জড়িয়ে আছে এই শহরটির সঙ্গে...

ইউরোপের দর্শনীয় শহরগুলোর মধ্যে প্যারিস অন্যতম। প্রতি বছর এখানে প্রায় ২২ মিলিয়ন দর্শনার্থীর আগমন ঘটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার এখানেই অবস্থিত। এর উচ্চতা ৩১৭.৯৬ মিটার এবং এর ওজন দশ হাজার একশ' মেট্রিক টন। ১৮৮৯ সালে Mr. Guslave Eiffel এই টাওয়ারটি স্থাপন করেন। লিফটের সাহায্যে টাওয়ারটির শীর্ষস্থানে ওঠা যায়। এখান থেকে প্যারিস শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। চারপাশে দেয়ালের উপরিভাগে বিশ্বের সব দেশেরই পতাকাসহ দূরত্ব দেয়া আছে। Eiffel টাওয়ার থেকে বাংলাদেশের (ঢাকা) দূরত্ব ৭৯২৭ কি.মি। এই প্যারিস শহরে জাদুঘর ছাড়াও শতাধিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। Musse De Louvre, Louvre পিরামিডের নিচে এই জাদুঘর অবস্থিত। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাদুঘর এটিই। এই জাদুঘরেই রক্ষিত আছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির মোনালিসা পাবলো পিকাসো মিউজিয়ামে। সংরক্ষিত আছে

রেল স্টেশনে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের নামও রয়েছে

তার শতাধিক দুষ্প্রাপ্য চিত্রকর্মসহ কয়েক শতাধিক চিত্রকর্ম। যা সত্যিই না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না। মিউজিয়ামের পর ১২ রাস্তার মোড়। এই ১২ রাস্তার সংযোগ স্থলের নাম Are De Priomphe. রাস্তার মাঝে একটি চত্বর এবং এই চত্বরের ওপর সুন্দর কারুকার্য খচিত একটি বড় গেট আছে। সব রাস্তাই প্রায় সোজা কয়েক মাইল চলে গেছে এবং রাস্তাগুলো থেকে চত্বরটি কিছুটা উঁচু।

প্যারিসের প্রাণকেন্দ্র জিরো পয়েন্ট। এখানে একটি মধ্যযুগীয় গির্জা আছে। যার নাম Cathedrale Notre Dame. এটি প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হয় ১০ম শতকে। এর কাজ শেষ হয় ১২৪৫ সালে। Biblitheque Nationale de France ফ্রান্সের জাতীয় লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে ১৬০০ আসন আছে পাঠকের জন্য। এখানে সংরক্ষিত বইয়ের সংখ্যা এক লাখ আশি হাজার। Dome Imax বিশালাকার সিনেমার পর্দা। এখানে ১৮০ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এই পর্দা। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সিনেমা পর্দা এটি। প্যারিসের ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু জানতে চাইলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন— Paris Convention and Visitor Bureau, 127 Avenue Des Charles de-Elysees, 75008 Paris, Fax- 003301 49525300.

www.paris-tourist, office.com

প্যারিসে রেলস্টেশন আছে ছয়টি। মজার বিষয়, এখান থেকে ট্রেনে চড়ে আপনি ইউরোপের অনেক দেশেই যেতে পারেন। প্যারিস শহরে ১৪টি মেট্রো ট্রেন লাইন আছে, যা মাটির অনেক নিচে দিয়ে চলাচল করে। বাস, ট্রেন, মেট্রো (পাতাল ট্রেন) এর সবগুলোতেই একই টিকেট ব্যবহৃত হয়। এই শহরে আনুমানিক চৌদ্দ হাজার নয়শ' ট্যাক্সি আছে। ১৯৯৪ সালে আবাসিক হোটেলের ট্যাক্স উঠিয়ে দেয়া হয়েছে ভ্রমণকারীদের জন্য। এই শহরে ভ্রমণকারীদের জন্য আবাসিক হোটেলের ছোট-বড় প্রায় ৭৫ হাজার রুম আছে।

Md. Zahidul Islam Mithu, Trappegavl-7 24th, 2700 Bronshj, Denmark, E-mail : mithu15@hotmail.com

সা উ থ কো রি য়া

মায়ের সঙ্গে দেখা

সাবওয়ে লাইন যোগে সিউলের সিন্দুরিম স্টেশন থেকে জামসিল যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে আরও দু'জন কোরিয়ান উঠল। একজন ষাটোর্ধ্ব পুরুষ এবং একজন পঞ্চাশোর্ধ মহিলা। কামরায় ঢুকে দেখি সব সিটেই লোক বসে আছে, শুধু বৃদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত ৩টি আসন খালি। আমার সঙ্গে দু'জন সিটে গিয়ে বসল, আমাকেও বসার জন্য অনুরোধ করল। প্রথমে বৃদ্ধদের সিটে বসতে অসম্মতি জানালেও পরে দু'জনার অনুরোধে বসতে বাধ্য হলাম। পুরুষ লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। জিজ্ঞেস করল আমি কোন দেশী , বললাম বাংলাদেশী। এরপর বললাম আমি কোরিয়ান ভাষা মোটামুটি বলতে পারি। আপনি আপনার ভাষায় কথা বলতে পারেন। খুব খুশি হল। বিভিন্ন আলাপ হল, বলল বাংলাদেশের বন্যা এবং প্রচুর বৃষ্টির কথা এবং এর কারণে ক্ষয়-ক্ষতির কথা। জিজ্ঞেস করলাম কি করে এত কিছু জানেন। বলল টিভিতে দেখেছি। পাশে বসা মহিলা বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তার চোখে মুখে কি যেন একটা কষ্টের ভাব ফুটে উঠল। আমার বয়স, কোরিয়াতে কত দিন, বিভিন্ন কথার পরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তার চোখে পানি ছল ছল করছিল। কিছুটা অবাক হয়েই তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। বলল তার ছেলেও আমেরিকায় লেখাপড়া করে দুই বছর হলো। এক বছর পূর্বে ছুটিতে একবার এসে গেছে, তবুও তার চোখে জল বুকে কষ্ট। ছেলেকে দূরে রেখে সে যে কত কষ্টে আছে তা তার চোখের জল দেখে কিছুটা অনুভব করছিলাম। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল যখন বলেছি ছয় বছরে একবারও বাংলাদেশে যাইনি। মাকে দেখিনি, মায়ের আদর পাইনি। কথা বলতে বলতে তার স্টেশন এসে গেলে আমাকে তার বাসায় ফোন নাম্বার দিয়ে বলল ফোন করে বাসায় বেড়াতে যেতে। স্টেশন এসে গেলে তার চলে যাওয়া অপলক দৃষ্টিতে দেখছিলাম।

Syed Kay Khasru (Sany), Jonggok Dong 252-6, Kwang Jin ku. Seoul, South Korea

সি ঙ্গা পু র

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা আর শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় তরুণ-তরুণীদের বাইরের দেশের প্রতি আগ্রহী করে তুলছে

এই কম্পিউটার যুগে মানুষের জীবন যাত্রা পাল্টে দিয়েছে অনেক আগে থেকেই। বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পাড়ি দিচ্ছে লেখা পড়ার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে। তবে ইদানীং এর চাহিদা বেড়েছে। তবে এর মাঝেও আরেকটি দিক সামর্থ্য। যাদের সামর্থ্য আছে তারাই যাচ্ছে। অনেকের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। কারণ এখানে অর্থই প্রধান বিষয়। এখন অনেকেই স্বপ্ন দেখে বিদেশে গিয়ে লেখা পড়া করবার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সারা বছর সেশন জট লেগেই আছে। তারপর হরতাল, ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমত ক্লাস করতে পারে না। যাদের সামর্থ্য আছে বিদেশে পাড়ি দেবার লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে, তারা সিঙ্গাপুরকে বেছে নিতে পারেন। অনেক দেশের চেয়ে সিঙ্গাপুরের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন রকম। সিঙ্গাপুর একই ঋতুর দেশ। নেই শীত নেই গরম। চলতে পারবেন স্বাধীনভাবে, নেই কোনো সন্ত্রাসীদের ভয়। আপনি নির্ভয়ে চলতে পারবেন একাকী পথ। ছেলে মেয়ে সবারই সমান অধিকার। তবে অবশ্যই আপনাকে সিঙ্গাপুরের আইন মেনে চলতে হবে।

অনেক বাংলাদেশী সিঙ্গাপুরে ভালো পোস্টে আছে। কেবল বাংলাদেশ নয় ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেকেই আসছে সিঙ্গাপুরে লেখা পড়ার জন্য। এখানে থাকলো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা–

National University of Singapore
10 Kent Ridge Crescent
Singapore, 119260
University Website : http://www.nus.edu.sg
Republic of Singapore Admission office
Shatec, 24 Massion Hede
Singapore-1025

পোর্ট অব এন্ট্রি ইন সিঙ্গাপুর: আপনি কম্পিউটার বিষয়ে ডিগ্রি নিতে আগ্রহী হলে নিচের ঠিকানাগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন।

1. Foreign Student Advisor Genetic Computer school, 01 Selegic Road #03-04 Paradiz Centre, Singapore-0922
2. Informatics Computer School, 120, Maxwell Rd. # Bi-01 Singapore, 0106
3. Comscrtrac School of Computer Training, 01 Shopia Rd, Peace Centre # 06-25, Singapore, 0922, Singapore

সিঙ্গাপুরে বর্তমানে অনেক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। সবার সুন্দর জীবনের আশায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিঙ্গাপুর

সা ই পা ন

বাংলাদেশ ধ্বনি

বিদেশী দর্শকদের মধ্যেও সেদিন বাংলাদেশ ধ্বনি হৃদয়কে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছে। বিদেশের মাটিতেও দেশের জন্য ভালোবাসা ছিল অটুট

Tan Holdings Corporation আয়োজিত ভলিবল লীগ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হলো গত ২৮ মার্চ কোম্পানির নিজস্ব মাঠে। ফাইনাল খেলায় L and T Royal's, Pio Super Sonics কে ৩-০ সেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। আন্তঃ-কোম্পানি আয়োজিত এ খেলা শুরু হয়েছিল গত ১৪ জানু-য়ারি। এর থেকে সেমি ফাই-নালে উঠে আসে Century risk Takers : L and T Royls Pio Supar Sonics এবং Tribuene D. News Makers।

আন্তঃকোম্পানি আয়ো-জিত এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, সাইপানসহ বেশ কয়েকটি দেশের খেলোয়াড় এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি খেলাতেই বাংলাদেশীদের খেলা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে Pio Supar Sonic-এর বাচ্চু, মনির, Roy-এর মশিরুল, আলমগীর, রুহুল আমিনসহ বেশ কয়েকজনের খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। প্রবাসের মাটিতে বিদেশী দর্শকদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! ধ্বনি সত্যিই আরেকবার হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে।

Md. Rafiqul Islam
P.M.B-283, P.O Box-10003
Saipan Mp-96950, U.S.A

ভলিবল লীগে চূড়ান্ত খেলায় বাংলাদেশী খেলোয়াড়রা